মগধের সাম্রাজ্যবাদী উত্থানের কারণ

ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে চারটি রাজতান্ত্রিক শক্তি যথা—কোসল, বৎস, অবন্তী ও মগধ এবং অরাজতান্ত্রিক শক্তি বজ্জি ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয় আসে এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই শক্তিগুলি দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীট ফল ছিল মগধের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। মগধের এই অভ্যুত্থানের পিছনে বাস্তবভিত্তিক বহু কারণ দায়ী ছিল।

মগধের ভৌগোলিক অবস্থান এর অভ্যুত্থানের পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মগধ ছিল পূর্ব ভারত ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে যোগাযোগের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। প্রকৃতি মগধ রাজ্য এবং এর প্রারম্ভিক পর্বের রাজধানী রাজগৃহকে বিভিন্ন দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছিল। গঙ্গা, শোন ও গণ্ডক নদী—তিনদিক থেকে মগধকে বেষ্টন করে রাখায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মগধ নিজেকে রক্ষা করার পথ খুঁজে পায়। প্রারম্ভিক পর্বের রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় ও একটি বৃহত্তর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত ছিল পরবর্তীকালের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী। এইভাবে মগধ ও তার রাজধানী প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় একদিকে যেমন তার পক্ষে আত্মরক্ষার পথ সহজ হয়েছিল। অপরদিকে তেমনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করাও তার পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মগধ ছিল বিশাল হস্তিবাহিনীর অধিকারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জঙ্গলে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক হাতি সে যুগের সামরিক শক্তির একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পিছনে মগধের হস্তিবাহিনীর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল মগধ রাজ্য, যা এর অভ্যুত্থানের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। পূর্বে উল্লেখিত বৃহত্তর জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত হাতি সামরিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল তাই নয়, রাজকোষের সচ্ছলতার পিছনেও জঙ্গলগুলির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কেননা, জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত দামী কাঠ দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির একটা বড় উৎস হিসাবে কাজ করেছিল।

মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধলভূম, সিংভূম এবং গয়া জেলার বারাবার পাহাড়ে ও ধারওয়ারে আবিষ্কৃত লৌহখনি দেশের প্রভূত খনিজ সম্পদের পরিচয় বহন করে। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, যা মগধের জয়লাভে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, তার পিছনে কাজ করেছিল লৌহখনি থেকে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ লোহা। কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই লোহার অবদান ছিল তাই নয়, বৈদেশিক বাণিজ্যেরও একটি বড় উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছিল লোহা।

মগধের ক্রম-অভ্যুত্থানের পিছনে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গঙ্গা ও শোন নদী বিধৌত পলিমাটি সমন্বিত মগধের জমি ছিল খুবই উর্বর। উর্বর জমি খুব স্বাভাবিকভাবেই ভালো শস্য উৎপাদনে সহায়ক হত।

মগধ রাজ্যের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল সহজসাধ্য। নদীপথ, বিশেষত গঙ্গা নদীর ওপর মগধের নিয়ন্ত্রণ থাকায় নৌবাণিজ্য স্বাভাবিকভাবেই ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। গঙ্গা নদীর ওপর মগধের এই নিয়ন্ত্রণ তার বাণিজ্যিক আধিপত্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাণিজ্য থেকে নিয়মিত শুল্ক আদায়ও সেযুগে সম্ভব ছিল। প্রারম্ভিক পর্বে নদীপথে এই বাণিজ্য ছিল মূলত অন্তর্দেশীয়। কিন্তু বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গ রাজ্য জয়ের পরে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। কেননা, অঙ্গ রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে চম্পা নদী এবং অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী সমৃদ্ধিশালী চম্পা বন্দর মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক জাগরণ মগধের সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্র তৈরিতে কিছুটা সাহায্য করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। আলোচ্য সময়কালে বৈদিক আর্য সংস্কৃতি মগধে অনুপ্রবেশ করলে পূর্ব ভারতের ক্ষীণতর আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটে। উভয় সংস্কৃতির মিলনের ফলে মগধে এক নতুন স্বকীয় চিন্তাধারার উদ্ভব হয়, যা সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রা শুরু হবার প্রাক্কালে সেখানে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের নেতৃত্বে যথাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তা একে আরো গতিশীল করে তোলে।

মগধের সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবে ব্যক্তিত্বের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত মগধ পেয়েছিল প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ শাসকদের। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগ ও মহাপদ্ম নন্দ। সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য এঁদের অদম্য প্রয়াস সর্বজনবিদিত। এছাড়া এঁরা সকলেই ছিলেন দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব—উভয়ের সমন্বয়ে গাঙ্গেয় সমভূমিতেই প্রথম বৃহত্তর সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল।